ডেঙ্গু সচেতনতা গড়ে তুলতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পদযাত্রা

ডেঙ্গু সচেতনতা গড়ে তুলতে নগরিতে বাম জোটের পদযাত্রা

৯ ও ১০ আগস্ট '১৯ বাম গণতান্ত্রক জোটের উদ্যোগে ডেঙ্গু সচেতনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ১১টায় পুরানা পল্টন থেকে শুরু হয়ে বিজয়নগর, কাকরাইল, শান্তিনগর বাজার, সিদ্ধেশ্বরী, মালিবাগ মোড়, শান্তিনগর, সেগুনবাগিচা এলাকায় ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ, ডেঙ্গুজ্বর হলে করণীয় এবং এডিস মশা নির্মূল করা ও পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

পদযাত্রায় অংশ নেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক জলি তালুকদার, সংগঠক আনোয়ার হোসেন রেজা, বাসদ-এর জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন প্রমুখ।

১০ আগস্ট দ্বিতীয় দিনে পদযাত্রা বিকেল ৫টায় পুরানা পল্টন থেকে শুরু হয়ে বায়তুল মোকাররম, দৈনিক বাংলা, ফকিরাপুল, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি, কমলাপুর বিআরটিসি ডিপো হয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। শেষে কমলাপুর রেল স্টেশনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পদযাত্রায় অংশ নেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, পলিট ব্যুরো সদস্য আকবর খান, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, কেন্দ্রীয় সদস্য শামীম ইমাম, গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূঁইয়া, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠক আবিদ হোসেন, আনোয়ার হোসেন রেজা, বাসদ-এর জুলফিকার আলী, আহসান হাবিব বুলবুল প্রমুখ।

বগুড়া : ৮ আগস্ট ডেঙ্গু মহামারি থেকে জনগণকে রক্ষায়—এডিস মশা নির্মূল, সরকার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর বগুড়া জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ করা হয় বাম গণতান্ত্রিক জোট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে।

স্মারকলিপি প্রদানকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জোটের জেলার সমন্বয়ক আব্দুর রশীদের সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি জেলা সভাপতি জিন্নাতুল ইসলাম, বাসদ জেলা আহ্বায়ক অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র আমিনুল ইসলাম, সিপিবি জেলা সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ফরিদ, বাসদ জেলা সদস্যসচিব সাইফুজ্জামান টুটুল প্রমুখ।

নগর ভবনের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের বিক্ষোভ

ডেঙ্গু মহামারি দমনে ব্যর্থতার দায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মেয়রদের পদত্যাগ ও কার্যকর ওষুধ প্রয়োগের দাবি

কথার বাগাড়ম্বর বন্ধ করে এডিস মশা নির্মূল ও ডেঙ্গুর আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষায় কার্যকর ও যথাযথ ওষুধ প্রয়েগে ভূমিকা রাখতে স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশনের বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। বাম গণতান্ত্রিক জোট আহূত নগর ভবন এর সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট নেতৃবৃন্দ এ আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ ডেঙ্গু মহামারি দমনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের ব্যর্থতায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ডেঙ্গুতে এপর্যন্ত আক্রান্তদের রক্ষার ব্যর্থতার দায় গ্রহণ করে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ ডেঙ্গু মহামারি মোকাবিলায় অবিলম্বে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি জানান।

৫ আগস্ট '১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম জোটের সমন্বয়ক মোশাররফ হোসেন নান্নু। সভাপতির বক্তব্যের পর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে নগর ভবন অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল পল্টন, নূর হোসেন স্কোয়ার, গোলাপ শাহ মাজার হয়ে নগর ভবনের দিকে এগুতে চাইলে পুলিশ বাধা প্রদান করে। বাম জোটের নেতাকর্মীরা বাধা উপেক্ষা করে নগর ভবনের গেইটে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সমাবেশ করে। নগরভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাইফুল হক, সাজ্জাদ জহির চন্দন, হামিদুল হক, খালেকুজ্জামান লিপন, আকম জহিরুল ইসলাম, মনিরউদ্দিন পাপ্পু, মোমিনুল ইসলাম মোমিন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কমরেড শাহ আলম, কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, মানস নন্দী।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতার প্রতিবাদে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন কার্যালয় অভিমুখে বাম জোটের মিছিল

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, পূর্ব সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকার, সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এডিস মশা নির্মূল ও ডেঙ্গুর আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষায় কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। যখন একের পর এক মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, মৃত্যুবরণ করছে, হাসপাতালগুলোয় ডেঙ্গু রোগী নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিদেশে বেড়াচ্ছেন ও মেয়ররা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। তারা অকার্যকর ওষুধ ছিটিয়ে জনগণের ৫০ কোটি টাকা অপচয় করেছে। অকার্যকর ওষুধ আমদানিতে যুক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ এডিস মশা নির্মূলে ও ডেঙ্গুর আক্রমণ থেকে জনগণকে রক্ষায় কার্যকর উদ্যোগ নিতে স্থানীয় সরকার, সিটি কর্পোরেশন ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে নেতৃবৃন্দ আক্রান্ত সকল ডেঙ্গু রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পরীক্ষা করা, সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ডেঙ্গুর পলীক্ষা, বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুর চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিয়ে অনিহা বন্ধ করা, হাসপাতালে শয্যা সংকট হলে বিশেষ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টার ও খোলা মাঠে তাবু টাঙিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতায় ও আন্তরিকতায় চিকিৎসা দেওয়ার আহ্বান জানান ।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সমন্বিত উদ্যোগ নিন

ডেঙ্গু নিয়ে বাণিজ্য বন্ধ, বন্যাদুর্গতদের পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন

৭ আগস্ট সংবাদ সম্মেলনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ

ডেঙ্গু মহামারি থেকে জনগণকে রক্ষায়—এডিস মশা নির্মূল, সরকার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্নীতি-লুটপাট বন্ধ, ক্রমবর্ধমান নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, গুম-খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাসহ জাতীয় ও জনজীবনের নানা সংকট নিরসনের দাবি

দেশের ডেঙ্গু মহামারি পরিস্থিতি, বন্যা ও বন্যাত্তোর পুনর্বাসন পরিস্থিতি এবং ডেঙ্গু ও বন্যা মোকাবিলায় সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা সম্পর্কে ৭ আগস্ট পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক মোশাররফ হোসেন নান্নু সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সদস্য মানস নন্দী, গণসংহতি আন্দোলনের সদস্য মুনীরউদ্দিন পাপ্পু ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়—

দেশের এক ভয়াবহ সংকটের সময়ে জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক জোট হিসেবে আমাদের বক্তব্য দেশবাসীর কাছে তুলে ধরার জন্য এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এবছর একটু আগে ভাগেই অর্থাৎ জুন মাস থেকেই ডেঙ্গু জ্বর (এডিস মশা বাহিত ভাইরাস) প্রকোপ আকার ধারণ করে। প্রথমে রাজধানী ঢাকায় এবং পরবর্তীতে সারা দেশে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। হাসপাতালসমূহের শয্যা সংকট, রোগ নির্ণয়ের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকা, অতিরিক্ত ফি আদায়-সহ নানা বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে রোগী ও অভিভাবকদের। প্রতিদিনই কোন না কোন হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর খবর আসছে। প্রথম আলোর রিপোর্ট অনুসারে (আজ পর্যন্ত) ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১১০ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। এদের মধ্যে ১ জন সিভিল সার্জন, ২ জন নারী চিকিৎসক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থী আদিবাসী ছাত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিবের স্ত্রী, পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপির স্ত্রীও রয়েছে। কিন্তু ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদ্বয় ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রথমে ডেঙ্গুর আক্রমণকে গুজব বলেছেন, আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যাকে কমিয়ে দেখিয়ে তাদের অবহেলা ও দুর্নীতিকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ডেঙ্গুর ভয়াবহতা এতোই বেশি যে, একে কোন ভাবেই ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। তারপরও সরকারি ভাষ্যে আক্রান্ত ও মৃতের প্রকৃত সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে গত ফেব্রুয়ারি মাসে জরিপ করে মার্চ মাসেই স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং সিটি কর্পোরেশনকে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব এবছর বাড়বে বলে সতর্ক করা হয়েছিল। তারপরও সিটি কর্পোরেশন এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। তাছাড়া মশা নিধনে যে ওষুধ ছিটানোর কথা তাও নিয়মিত ছিটানো হয় না। আবার মশা নিধনে অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ার পরও সেই ওষুধই বছরের পর বছর ধরে ছিটানো হচ্ছে। ওষুধ ক্রয়ে দুর্নীতির সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

ডেঙ্গু মশার প্রজননের সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা সবাই জানার পরও কোন আগাম সতর্কতা ও মশা নিধন কার্যক্রম যথাসময়ে না নেয়ায় ডেঙ্গু মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে। জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে ডেঙ্গু ঢাকা থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা দেশে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ আতঙ্ক বহুগুণে বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে ১২ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে ৯ তারিখ থেকে ছুটিতে রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৫০/৬০ লক্ষ লোক সারা দেশে গ্রামের বাড়িতে যাবে স্বজনদের সাথে ঈদ করতে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে করে সারা দেশে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আশঙ্কাজনক হারে ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। জেলাসমূহ এবং গ্রামাঞ্চলে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার তেমন কোন আয়োজন না থাকায় মৃত্যুমিছিলও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমনিতেই ঢাকায় হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো ডেঙ্গু সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় হিমসিম খাচ্ছে। আর এ সুযোগে বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। ডেঙ্গু সনাক্তকরণ কিট এর কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা ১৪০ টাকার টেস্টিং কিট ৪০০ টাকায় বিক্রি করে মুনাফা লুটছে।

সরকার, সিটি মেয়রেরা ডেঙ্গু রোধে কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে তাতে লজ্জা বোধ ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করার বদলে জনগণের সাথে রসিকতা করছে। মোল্লা দুপিয়াজার মতো বলছে উত্তরে ওষুধ দিলে মশা দক্ষিণে চলে যাচ্ছে। নিজেদের দায় জনগণের উপর দিচ্ছে। অথচ সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে এ দুর্যোগ মোকাবেলার উদ্যোগ নেয়ার পরিবর্তে কীভাবে এ দুর্যোগেও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর মুনাফার স্বার্থ হাসিল করা যায় সে চেষ্টাই করছে।

ডেঙ্গু জ্বরে দেশ কাঁপছে, বন্যায় দেশ ভাসছে। দেশের ৩১ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত। দেড় লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। বীজতলা ধ্বংস হয়েছে। গোলার ধান-চালও অকস্মাৎ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার্তদের পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা লক্ষ করা গেছে। ডেঙ্গুর মহামারিতে বন্যার্তদের খবর চাপা পড়ে গেছে। ইতিমধ্যে বন্যাদুর্গত এলাকার পানি কিছুটা নামলেও দুর্ভোগ কমেনি। পানি নামার সাথে সাথে রোগ বালাই এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় বানভাসি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ত্রাণ, পুনর্বাসন ও চিকিৎসা জরুরি হয়ে পড়েছে।

একদিকে ডেঙ্গু, বন্যায় মানুষ দিশেহারা, তার সাথে পাল্লা দিয়ে দুর্নীতি-লুটপাট বেড়েই চলছে। ব্যাংকের টাকা লুট হচ্ছে, লুণ্ঠনকারীদের কোন বিচার হচ্ছে না। স্বয়ং দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই দুদক এর এক পরিচালক দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে। এটা যেন 'সরষের মধ্যেই ভূত' এর মতো। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বালিশ কাণ্ডের খবর তো আপনারা গণমাধ্যম কর্মীরাই দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী তো সংসদেই বলেছিলেন 'মেগা প্রকল্প, মেগা দুর্নীতি' এখন পুকুর চুরি না সাগর চুরি হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংকের টাকা লুণ্ঠনকারীদের কারো বিরুদ্ধেই এখনও পর্যন্ত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এতে ব্যাংক ডাকাতি-লুটপাটকারীরা আরও বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। আর এসব প্রতিটি ঘটনাই ঘটছে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে। ৫০০ কোটি টাকার জন্য ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা দিয়ে সরকার হয়রানি করছে। অথচ সোয়া লাখ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে যারা ফেরৎ দিচ্ছে না তাদেরকে জামাই আদরে মাফ করে দিচ্ছে অবলোপনের নামে। বেসরকারি ব্যাংকসমূহে ১ পরিবারের ৪ জন সদস্য পরপর ৩ টার্মের জন্য পরিচালক থাকার আইন করে ব্যাংকসমূহকে পারিবারিক সম্পত্তি ও লুণ্ঠনের অভয়ারণ্যে পরিণত করা হয়েছে। ফলে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত ধ্বংসের শেষ প্রান্তে।

দেশে বিচারহীনতার রেওয়াজ চালু হওয়ায় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গুম-খুন-বিচার বহির্ভূত হত্যা। ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়ে সারা দেশেই তৈরি হচ্ছে নয়ন বন্ডদের মতো অসংখ্য বন্ড। তাদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন অতিষ্ট। ডিআইজি মিজান, ওসি মোয়াজ্জেমসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও এসব অপকর্মের সাথে যুক্ত। ফলে রক্ষকেরাই যেখানে ভক্ষক হয়ে গেছে সেখানে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা না থাকায় মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। গুজব ও গণপিটুনিতেও মানুষের মৃত্যু ঘটছে।

উপরোল্লিখিত বিষয় ছাড়াও কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার বাণিজিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ব্যয় বৃদ্ধি চলছে সর্বত্র। সমস্ত ক্ষেত্রে অরাজকতা দেখে মনে হয় এ যেন সর্বাঙ্গে ব্যাথা মলম দেব কোথায়।

দেশের এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মনে জিজ্ঞাসা এ পরিস্থিতি কেন হলো? মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনার জন্যই দেশের এ হাল দাঁড়িয়েছে। সাম্য–সামাজিক সুবিচার, মানবিক মর্যাদার ঘোষণা আজ ভূলুণ্ঠিত। গণতন্ত্র, ভোটাধিকার আজ নির্বাসনে। বর্তমান সরকার ৩০ ডিসেম্বরের ভোট ২৯ তারিখ রাতেই পুলিশ ও প্রশাসনের মাধ্যমে ব্যালটে সিল মেরে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। ফলে জনগণের ভোটে যেহেতু এই সরকার ক্ষমতায় যায়নি তাই জনগণের প্রতি তারা কোন দায় বোধ করছে না। এ অবস্থার হাত থেকে দেশ ও দেশের জনগণকে রক্ষায় প্রয়োজন জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ও শাসক শ্রেণির বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উত্থান।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃত্বে সেই বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভোট ডাকাতির এই সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য আমরা দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এবং বন্যার্তদের ত্রাণ-পুনর্বাসনসহ জাতীয় ও জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করছি।

১। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও বন্যার্তদের পর্যাপ্ত ত্রাণ-পুনর্বাসন ও চিকিৎসার দাবিতে ২০ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে দাবি পক্ষ পালন করা হবে। এ সময় জেলা-উপজেলাসহ সর্বত্র সভা-সমাবেশ, পদযাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

২। ভোট ডাকাতির সংসদ বাতিল করে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধিনে দ্রুত সংসদ নির্বাচনের দাবিতে এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন রুখে দাঁড়ানো, জনগণের ঐক্য জোরদার ও বাম বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সারা দেশে বিভাগীয় শহর ও জেলা সদরে জনসভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের জেলা সফরসূচি—

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর : ১২ সেপ্টেম্বর; রংপুর : ১৩ সেপ্টেম্বর; বগুড়া : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

রাজশাহী বিভাগ

সিরাজগঞ্জ : ৪ সেপ্টেম্বর; নওগাঁ : ৫ সেপ্টেম্বর; জয়পুরহাট-৬ সেপ্টেম্বর; সৈয়দপুর : ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

খুলনা বিভাগ

কুষ্টিয়া : ৭ সেপ্টেম্বর; ঝিনেদা : ৮ সেপ্টেম্বর; যশোহর : ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল ১৯ সেপ্টেম্বর; পিরোজপুর-২০ সেপ্টেম্বর ; পটুয়াখালী ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ ৭ সেপ্টেম্বর; কিশোরগঞ্জ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ ১২ সেপ্টেম্বর; মৌলভীবাজার ১৩ সেপ্টেম্বর; সিলেট ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ডেঙ্গু সচেতনতা গড়ে তুলতে ঢাকার বিভিন্ন থানায় বাসদের পদযাত্রা

লালবাগ : ডেঙ্গু নির্মূল ও প্রতিরোধে সরকার–সিটি করপোরেশনকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে বাধ্য করতে এবং নাগরিকদের সচেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে দাবি ও প্রচার সপ্তাহে ৪ আগস্ট লালবাগের আজিমপুর-ছাপড়া মসজিদ–আজিমপুর এস্টেট কলোনি এলাকায় পথ সভা, প্রচার ও গণসংযোগ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, লালবাগ শাখার সদস্য রোখশানা আফরোজ আশা, মুক্তা বাড়ৈ, ফৌজিয়া মিথিলাসহ নেতৃবৃন্দ।

খিলগাঁও : ৩ আগস্ট বাসদ খিলগাঁও থানার উদ্যোগে তালতলা মার্কেটের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ খিলগাঁও থানার শাখার আহ্বায়ক অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লার সভাপতিত্বে, সদস্য ডালিম আল মামুনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা নগরের সদস্যসচিব জুলফিকার আলি, ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক অনিক কুমার দাস, ছাত্র ফ্রন্টের সজীব খান ও সামিয়া সোহাগী।

মোহাম্মদপুর : ৩ আগস্ট মোহম্মদপুর, বাসস্ট্যান্ড, আল্লাহ করিম মসজিদ এলাকায় প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন বাসদ মহানগর শাখার সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, স্থানীয় বাসদ নেতা আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার সাগর, বাবু হাসানসহ অন্যান্য নেতবৃন্দ।

রংপুর : ডেঙ্গু মহামারি থেকে জনগণকে রক্ষায়–এডিস মশা নির্মূল, সরকার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৬ আগস্ট '১৯ স্থানীয় প্রেসক্লাবের সামনে

মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সমন্বয়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব মমিনুল ইসলাম, শ্রমিক ফ্রন্টের মহানগর সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, ছাত্র ফ্রন্টের নগর সভাপতি যুগেশ ত্রিপুরা প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল ডেঙ্গু মহামারি থেকে জনগণকে রক্ষায় ৭ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করেন।

নগর ভবনের সামনে বাসদ এর বিক্ষোভ সপ্তাহব্যাপী গণসচেতনতা কর্মসূচি ঘোষণা

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ মেয়রের পদত্যাগের দাবিতে নগর ভবন অভিমুখে বাসদের মিছিল

এডিস মশা নির্মূলে ও ডেঙ্গুর আক্রমণ থেকে নগরবাসীকে রক্ষায় সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যকর উদ্যোগ চাই

কথার বাগাড়ম্বর বন্ধ করে এডিস মশা নির্মূল ও ডেঙ্গুর আক্রমণ থেকে নগরবাসীকে রক্ষা করতে সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ৩১ জুলাই '১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কার্যালয় নগর ভবনের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন ও প্রকৌশলী শম্পা বসু।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ডেঙ্গু এখন মহামারি আকার ধারণ করে দেশের সব কয়টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। মৃত্যুর ও আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গুর প্রকোপ বিষয়ে আগাম সতর্ক করেছিল। কিন্তু সরকার ও সিটি কর্পোরেশন এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয় নাই। উল্টো দুর্নীতি করে অকার্যকর মশার ওষুধ আমদানি করে নগরবাসীকে চরম ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে। অকার্যকর ওষুধ আমদানির সাথে যুক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও লিমিট এগ্রো প্রডাক্ট লিমিটেড ও নোকন কোম্পানিসহ দায়িদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পরও মন্ত্রী, মেয়রেরা মশা ও মানুষের মৃত্যু নিয়ে নির্মম রসিকতা করছেন। 'গুজব ছড়ানো হচ্ছে, এনিয়ে রাজনীতি হচ্ছে', 'উত্তরে ওষুধ দিলে মশা দক্ষিণে চলে' ইত্যাদি বাহুল্য কথা বলে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে। মানুষের এই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা নিরসনে সরকার ও সিটি করপোরেশনের কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার পক্ষ থেকে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ডেঙ্গু এবং এডিস মশা নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, নিরাপদ জীবন ও নগর গড়ে তুলতে নিম্নোক্ত ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানান। একইসাথে এই ৮ দফা দাবি আদায়ে পাড়ায়-মহল্লায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং নাগরিকদের সচেতনতা গড়ে তুলতে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

দাবিসমূহ-

এডিস মশার লার্ভা ধ্বংসে ও উৎস নির্মূলে নিম্নমানের ওষুধ নয়, কার্যকর ওষুধ প্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ কর। পরিচ্ছন্ন কর্মীসহ জনবল বৃদ্ধি কর। সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বাড়াও।

নিম্নমানের ওষুধ ক্রয়ের দুর্নীতিতে যুক্ত কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার কর।

নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে ডেঙ্গু রোগ পরীক্ষার (সার্বক্ষণিক) ও আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেসরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় বাণিজ্য বন্ধ কর।

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালতে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন ব্যাপক আকারে প্রচার করতে হবে। নেতা-নেত্রীদের ছবির পোস্টার-বিলবোর্ড নয়, ডেঙ্গু সচেতনতার পোস্টার, বিলবোর্ড প্রচার কর।

সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের অবহেলায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি নাগরিকের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও তাদের পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

হাসপাতালের পাশাপাশি নগরের কমিউনিটি সেন্টার, এমনকি মাঠেও আপদকালীন সাময়িক তাবু, বহনযোগ্য বেড দিয়ে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ কর।

দাবি সপ্তাহে ঢাকা নগরের বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ডে পথসভা, প্রচার মিছিল, লিফলেট বিলি, গণসংযোগ ও গণসচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ, নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন এবং বন্যার্তদের ত্রাণ সহায়তার দাবি

ডেঙ্গু প্রতিরোধ, জলাবদ্ধতা নিরসন ও বন্যার্তদের ত্রাণ সহায়তার দাবিতে ঢাকায় বাসদের মিছিল

ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা নিরসন এবং বন্যার্তদের সহায়তার দাবিতে বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ২০ জুলাই '১৯ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার আহ্বায়ক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ ঢাকা জোন এর সমন্বয়ক নিখিল দাস, সহকারি সমন্বয়ক রাহাত আহমদ, ঢাকা মহানগরের সদস্যসচিব জুলফিকার আলী, সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, শম্পা বসু ও প্রগতিশীল চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা ফোরাম এর নেতা ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকা শহরে ডেঙ্গু মহামারি আকার ধারণ করেছে। কিন্তু সরকার ও সিটি কর্পোরেশন তা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং জনমনে ডেঙ্গু নিয়ে যখন আতঙ্ক বিরাজ করছে তখন তারা এনিয়ে নানা ধরণের রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টা করছে, এর ভয়াবহতা আমলে নেয়নি। স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আগাম সতর্কতাকেও তোয়াক্কা করেনি। উপরন্তু ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে থাকার মিথ্যা তথ্য প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে। এখন হাসপাতালগুলো রোগী ঠাঁই দিতে পারছে না। এ বছর এই পর্যন্ত ৬০ (বর্তমানে দুই শ'র কাছাকাছি) জন মানুষ মারা গেছে। অকার্যকর ওষুধ দিয়ে লোক দেখানো মশার ওষুধ ছিটাচ্ছে। 'দক্ষিণের মেয়র বলছে ওষুধ অকার্যকর নয়, ডেঙ্গু মশা শক্তিশালী হয়েছে।' এসব কথা বলে মেয়ররা জনগণের সাথে নির্মম রসিকতা করছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ঢাকা মহানগরে বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ, অন্যদিকে অল্প বৃষ্টিতেই গোটা শহর জলাবদ্ধতায় জলজট সৃষ্টি হচ্ছে। এক সময়ের জীবন্ত অর্ধশতাধিক খাল দখল-দূষণ করে সেগুলোকে চূড়ান্তভাবে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার উৎস নির্মূল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে দখলকৃত সমস্ত খাল উদ্ধার ও ভরাট খালকে মুক্ত করতে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরকার ও সিটি কর্পোরেশনের প্রতি আহ্বান জানান। একই সাথে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় দুই সিটি কর্পোরেশন মেয়রের পদত্যাগ দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ সারাদেশে নারী-শিশু নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ বন্ধ ও ধর্ষকদের দ্রুত বিচার দাবি করেন। একই সাথে ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং সারাদেশে বন্যায় আক্রান্ত বানভাসি মানুষকে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, পল্টন, বিজয়নগর, সেগুনবাগিচা এলাকা প্রদক্ষিণ করে।